সালমান বিহারের প্রায় তিন মাইল (পাঁচ কিলোমিটার) উত্তরে, বৌদ্ধ ইট স্তম্ভের একটি অনন্য গ্রুপ যা কাতিলা মুরা নামে পরিচিত। তারা তিনটি স্তূপ গঠিত, সম্ভবত বৌদ্ধ ত্রিত্ব বা তিনটি বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের প্রতিনিধিত্ব করে। চারপতুরা মুরার উত্তর-পশ্চিমে প্রায় দুই মাইল দূরে, এবং এর গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারগুলির বেশ কয়েকটি জাদুঘরে দেখা যায়। রিজ সাইটের সবচেয়ে বড়, আনন্দ বিহার, আরেকটি বৌদ্ধ মঠ, প্রায় অর্ধ মাইল দূরে। সম্ভবত এটি প্রথম দেব রাজবংশের তৃতীয় এবং সর্বাধিক শাসক, আনন্দেরদেব থেকে তার নামটি এসেছে। সেনাবাহিনীর কাছ থেকে অনুমতি না নেওয়া পর্যন্ত এই সমস্ত সাইটগুলি সীমার বাইরে।

সৌভাগ্যবশত, এই সাইটগুলিতে তৈরি বিভিন্ন আবিষ্কারের সাথে যাদুঘরটি ভালভাবে সমৃদ্ধ। বৌদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও ত্রের ব্রোঞ্জ ইমেজ / দৃশ্যের একটি বড় সংগ্রহ রয়েছে। ধ্বংসাবশেষ স্তূপের আসল আকারের মধ্যে একটি আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে 10 ইঞ্চি উচ্চ পরিমাপ একটি আকর্ষণীয় কঠিন ঢালাই ব্রোঞ্জ স্তূপ রয়েছে।

দুঃখের বিষয়, সালবিন বিহারে কোন পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায় না। তবে, কয়েকটি খননকালে সংগ্রহ করা হয় এবং প্রদর্শনীতে রয়েছে। তারা একটি অ্যানিমেটেড গ্রামীণ শিল্পের উদাহরণ। পাখি ও প্রাণী থেকে মানুষ এবং সেমিডাইটিনের মানুষদের বিভিন্ন লোকের সাথে স্থানীয় লোককাহিনী ও পৌরাণিক কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। বৌদ্ধ সভ্যতার এই পোষাক সপ্তম ও দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি দক্ষিণপূর্ব বঙ্গের জনগণের দ্বারা অর্জিত একটি সুনির্দিষ্ট উচ্চ মানের আল-বস্তুগত সভ্যতা পুনর্বিবেচনা করে।